বোরকা ওড়না সাজসজ্জা

মাওলানা মোফাজ্জল হক

ইসলামী জ্ঞান গবেষণা সিরিজ-২০

বোরকা
ওড়না
সাজসজ্জা

মাওলানা মোফাজ্জল হক

প্রকাশক

খন্দকার প্রকাশনী

পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯

www.waytojannah.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বোরকা

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ- ذَلِكَ اَدْنَى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَ كَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

হে নবী আপনার স্ত্রী, কন্যা ও ঈমানদার মহিলাদের বলে দিন তারা যেন নিজেদের উপর তাদের চাদরের আঁচল (জিলবাব) ঝুলিয়ে দেয়। এটি অতি উত্তম ব্যবস্থা। যেন তাদের চিনতে পারা যায় এবং অযথা উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। (আহযাব-৫৯)

কুরআনে বর্ণিত জিলবাবকে বোরকা হিসাবে ধরে নেয়া হয়। মাথা, মুখ সহ সমস্ত শরীর ঢেকে রাখার জন্য তৈরী পোশাককে বোরকা বলা হয়। মূলত বোরকা অর্থ মাথা, মুখ ও শরীর ঢাকার পোশাক।

কুরআনে এ অর্থে জিলবাব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ বড় চাদর-

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ

তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলে দেয়। অর্থাৎ মেয়েরা গায়ে দেয়া চাদরের একটা অংশ দিয়ে নিজেদের চেহারার উপর দেয় (যাকে ঘোমটা বলে)।

এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে ইবনে জাবীর, ইবনে মুনযীর বলেন, ইবনে শিরীন (রহ.) হযরত উবায়দাহ্ সালমানীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জিলবাব কি? তিনি জবাবে মুখে কিছু না বলে গায়ের চাদর তুলে নিয়ে এমন ভাবে পড়লেন সমস্ত মাথা, কপাল ও চেহারা ঢেকে গেল কেবল মাত্র একটি চোখ খোলা থাকলো। ইবনে আব্বাস এইরূপ তাফসীরই করেছেন।

ইমাম ইবনে জরীর তাবারী বলেন, ভদ্র মহিলারা নিজেদের পোশাক দাসীদের মত পরে ঘর থেকে যেন বের না হয়। এবং তাদের মুখমন্ডল ও মাথার চুল খোলা না থাকে। তারা যেন তাদের চাদরের আঁচল চেহারায় ঝুলে রাখে যাতে ফাসেক লোকেরা তাদের চেহারা দেখার সুযোগ না পায়। (জামেউল বয়ান)

www.waytojannah.com

আল্লামা যামাখশারী বলেন, তারা তাদের চাদরের এক অংশ ওপর হতে ঝুলিয়ে দিবে এবং তা দ্বারা চেহারা ও চারিপাশকে ভালভাবে ঢেকে দিবে। (আল কাশশাফ)

আল্লামা আবুবকর জাচ্ছাছ বলেন, এই আয়াতে যুবতী মেয়েদের মুখমন্ডল ঢেকে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং ঘর হতে বাইরে যাওয়ার সময় ভালভাবে ঢেকে বের হতে হবে যাতে অসৎ লোকেরা কু-দৃষ্টি দিতে না পারে। (আহকামুল কুরআন)

ইমাম রাযী বলেন, এরূপ হুকুম দিয়ে লোকদেরকে জেনে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, এরা চরিত্রহীনা মহিলা নয়। কেননা মুখ মন্ডল সতরের মধ্যে না হওয়া শর্তে তারা ঢেকে রেখেছে। অপর কোন পুরুষের সামনে তারা যে মুখমন্ডল খুলতে রাজী হবে না এ ধারন সৃষ্টি হবে এবং সকলে বুঝতে পারবে যে ইনারা পর্দানশীন মহিলা তাদের বিষয়ে কোন রূপ কু-আচরণের আশা করা যায় না। (তাফসীরে কবীর)

আমাদের দেশে সাধারণত মাথা মুখ, বুক ও শরীর ঢেকে রাখার জন্য যে পোশাক (বোরকা) তৈরী করা হয় তার দুই অংশ থাকে। একটি দিয়ে মাথা, মুখ ও বুক ঢেকে থাকে যাকে বোরকা বলে আর আরেকটি অংশ দিয়ে শরীরের গলা থেকে নিচের অংশ পর্যন্ত ঢেকে থাকে যাকে গাউন বা ম্যাক্সি বলে। আর যা দিয়ে মাথা মুখ ঢাকা থাকে তাকে নিকাব বলে। খিমার (ওরনা) নিকাব (মুখাবরণ) কামিস (ম্যাক্সি বা জামা) এই সবগুলো মিলে হলো বোরকা। তা সে যেভাবেই তৈরী করুক যদি এই তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হয় তবে তা হবে বোরকা বা হিযাব (পর্দা)।

ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ বলেন, জিলবাব হলো চাদর। ইমাম কুরতুবী বলেন, জিলবাব এমন একটা কাপড় যা দিয়ে সমস্ত শরীর ঢাকা যায়। রাসুল (সা.) এর যুগে বোরকার প্রচলন ছিল তবে সাহাবায়ে কেরামের যুগে ও তাবেয়ীনদের যুগে এটা আরো বেশী ব্যাপকতা লাভ করে।

আল্লামা যামাখশারী (রহ.) বলেন, জিলবাব একটি প্রশস্ত কাপড় যা ওড়না থেকে বড় এবং চাদর থেকে ছোট। মেয়েরা এটা মাথার উপর দিয়ে পরে, আর তা ঝুলিয়ে দেয় ফলে গলা, বুক ঢেকে যায়।

www.waytojannah.com

আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী বলেন, জিলবাব হলো কামিস ও ওড়না যা দিয়ে শরীর ও মাথা ঢেকে রাখা যায়। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী "হালাল ওয়া হারাম ফিল ইসলাম" গ্রন্থে লিখেছেন জিলবাব অর্থ প্রশস্ত কাপড়। বর্তমান যুগে বোরকা এ পর্যায়ে পড়ে। জাহেলিয়াতের যুগে মেয়েরা যখন ঘর থেকে বাইরে বের হত, তখন ঘাড়, গলা, বুক খোলা রাখত। এ দেখে খারাপ লোকেরা তাদের পিছে লেগে যেত। এ অবস্থায় সুরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াত নাজিল হয়।

অনেকে এটাকে হিজাব ও জিলবাব' বলে। মুলত পর্দার পোশাক হিসাবে ওড়না, চাদর ও বোরকা প্রচলিত। এসব পোশাককে এক কথায় হিজাব বলা চলে। কেউ কেউ জিলবাবকে বলেছে এটা অপেক্ষাকৃত মোটা ও গরম কাপড়ে তৈরী পর্দার পোশাক। এটা পরলে মাথা গলা বুক ঢেকে যায়। শুধু হাতের কব্জি টুকু বের হয়ে থাকে। নিচে থাকে ঝুলানো খোলা জামা।

বোরকা বা চাদর দিয়ে মহিলাদের মুখ ঢেকে দেয়া অর্থ পুরুষদের দৃষ্টি থেকে মহিলাদের সৌন্দর্য্য গোপন রাখা। সাদাসিদা চাকচিক্যহীন চাদর বা বোরকা এ উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে। দৃষ্টি আকর্ষনকারী বোরকা বা চাকচিক্যপূর্ণ চাদর পড়লে এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না।

শুধু চাদর বা বোরকা পরে সৌন্দর্য ঢাকার কথাই বলা হয়নি তার সাথে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকার কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঘোমটা দিয়ে মুখমন্ডল ঢেকে রাখতে হবে।

এছাড়া এমন পাতলা ফিনফিনে বা মোলায়েম বোরকা অথবা চাদর পড়া যাবে না যা দিয়ে শরীরের ভিতরের অঙ্গ দেখতে পাওয়া যায় বা শরীরের অবস্থা বুঝতে পারা যায়।

হিশাম ইবনে উরওয়ার একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় তার চাচা মুনযির ইবনে যুবাইর ইরাক থেকে ফিরে এসে তার মা আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) কে পারস্যের মারভ ও কোহেস্তান এলাকার মূল্যবান কাপড় হাদিয়া দেন। তখন আসমা (রা.) অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি হাত দিয়ে কাপড়গুলো নেড়ে চেড়ে বললেন, উহ! এ কাপড়গুলো (মুনজিরকে) ফিরে দাও (এত নরম কাপড়) (এ কথা শুনে) মুনজির মনে কষ্ট পেলেন এবং মাকে বললেন, এ কাপড় তো পাতলা নয় যা দিয়ে আপনার শরীরের চামড়া দেখা যাবে। তিনি

www.waytojannah.com

বললেন, কাপড়গুলো (দেহের রঙ) প্রকাশ না করলেও তা অতি মোলায়েম হওয়ার কারণে দেহের আকৃতি বর্ণনা করে। (তাবাকাতুল কুবরা)
আব্দুল্লাহ ইবনে সালামা বলেন, উমর (রা.) একবার জনগনের মধ্যে মিশরীয় কাবাতি কাপড় (অতি মোলায়েম) বিতর করেন। এবং তিনি বলে দিলেন, তোমাদের মহিলারা যেন এ কাপড় দিয়ে কামীস বা ম্যাক্সী না বানায়। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আমীরুল মুমিনিন, আমি আমার স্ত্রীকে এ কাপড় পরিয়েছি। সে বাড়ীতে চলাফেরা করে। আমি তো দেখলাম না যে কাপড় পাতলা বা তার দেহের রঙ দেখা যাচ্ছে। তখন উমর (রা.) বললেন, তা দেহের রং প্রকাশ না করলেও দেহের আকৃতি প্রকাশ করে। অর্থাৎ দেহের উঁচু নিচু জায়গা বুঝা যায়। (বায়হাকী)
আরেকটি হাদীসে উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন দেহিয়া কালবী রাসুল (সা.) কে যে কাপড়গুলো হাদিয়া দিয়েছিলেন, তার মধ্য থেকে একটি মিশরীয় কাবাতি কাপড় আমাকে পরার জন্য দেন। আমি কাপড়টি আমার স্ত্রীকে দেই। রাসুল (সা.) আমাকে বলেন, কি ব্যাপার তুমি ঐ কাপড়টি পরনি? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল (সা.) আমি কাপড়টি আমার স্ত্রীকে দিয়েছি। তখন তিনি বললেন, তুমি তাকে বলবে সে যেন কাপড়টির নিচে আরেকটি (সেমিজ জাতীয়) কাপড় পরে। কারণ আমার ভয় হচ্ছে এ কাপড়টি তার হাড়ের আকৃতি প্রকাশ করবে। (মুসনাদে আহমদ)
এ হাদীসগুলো থেকে যা জানা যায় যে পাতলা কাপড় দিয়ে যেমন বোরকা বানানো যাবেনা তেমনি এমন মোলায়েম কাপড় দিয়েও তা তৈরী করা যাবে না যা দিয়ে একজন মহিলার শরীরের অবস্থা বুঝা যায়। এ জাতীয় পোশাক দিয়ে সতর ঢাকার হক আদায় হবে না।
বোরকার ঝুল কতটুকু নেমে দিতে হবে এ বিষয়ে হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক জানা যায় যে, তা পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঢেকে রাখবে। রাসুলের (সা.) যুগে মহিলারা এভাবেই পোশাক পড়তেন। তাদের কামিস বা জিলবাবের ঝুল পায়ের গোড়ালী থেকে মাটিতে ছেঁচড়ে যেতে দেখা গেছে।
এক হাদীসে বলা হয়েছে, এক মহিলা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) কে বলেন, আমি কাপড় পরি তার ঝুল মাটিতে ছেঁচড়ে যায় এবং

www.waytojannah.com

নোংরা নাপাক জায়গা দিয়েও হাঁটি। উম্মে সালমা বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, পরের পাক মাটি এ নাপাকি পাক করে দেয়। (আবু দাউদ)
আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, এক মহিলা সাহাবী রাসুল (সা.) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! মসজিদে আসতে আমাদের রাস্তা বড় নোংরা ও নাপাক, বৃষ্টি হলে আমরা কিভাবে আসবো? তিনি বললেন, এ রাস্তার পর কি আর ভাল রাস্তা নেই। অর্থাৎ নোংরা জায়গা পার হওয়ার পর কি আর ভাল জায়গা নেই। আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তখন তিনি বললেন, নোংরার বদলে ঐ ভালটি। (অর্থাৎ কাপড়ে যে নোংরা লাগবে পরে ভাল রাস্তা দিয়ে হাটলে তা পাক হয়ে যাবে।) (আবু দাউদ)
মহিলাদের রাস্তা দিয়ে হাটার সময় পায়ের টাখনু ঢেকে রাখতে হবে এ বিষয়ে একটি হাদীস থেকে জানা যায়, উম্মে সালমা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) যখন কাপড়ের ঝুল সম্পর্কে (পুরুষদের নিসফ সাক টাখনুর উপর) কথা বললেন, তখন উম্মে সালমা (রা.) বলেন, আমাদের পোশাকের কি হবে? তিনি বলেন, তোমরা পুরুষের ঝুল থেকে এক বিঘ বেশী ঝুলিয়ে রাখবে। তিনি (উম্মে সালমা) বলেন, তাহলে (হাটার সময়) তো পা দুখানা বের হয়ে পরবে। তিনি (রাসুল সা.) বললেন, তাহলে এক হাত বেশী ঝুলাবে। (তাবারানী, তিরমিযী, নাসাঈ)
মূলকথা, চলাফেরা, কাজকর্মে ও নামাজের সিজদায় যেন মেয়েদের পায়ের নলা ও তলার উপরিভাগসহ পুরো পা ঢেকে থাকে। বিশেষ করে বাইরে চলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে হবে। এটা মুসলিম মহিলাদের একটি সম্ভ্রম।
জিলবাব পরিধানের নিয়ম সম্পর্কে তাফসীর কারকগণ বলেন, মেয়েরা একটি চোখ রেখে তাদের মুখ ও মাথা ঢেকে রাখবে। এতে বুঝতে পারা যাবে তারা স্বাধীন নারী। (দাসী নয়) কজেই তাদের উত্যক্ত করা হত না। (ফাতহুল কাদীর)
ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদাহ (রা.) বলেন, জিলবাব কপালের উপর পেচ দিয়ে বেঁধে তারপর নাকের উপর দিয়ে পেচ দিয়ে বেধে নিবে। এতে চোখ দু'টি খোলা থাকলেও মুখমন্ডলের বেশী ভাগ ঢেকে থাকবে। বুকও ঢেকে

www.waytojannah.com

থাকবে। (কুরতুবী) সমস্ত মুফাসসিরগন জিলবাবের এরূপই তাফসীর করেছেন।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের মুখমন্ডল পর্দার অন্তর্ভূক্ত। তা ঢেকে রাখতে হবে।

বোরকার ক্ষেত্রে লক্ষনীয়

- বোরকা সাধারণত ঢিলেঢালা হওয়া উচিত।
- বোরকা দ্বারা পুরো সতর যেন আবৃত হয়।
- বোরকা দৃষ্টি আকর্ষনীয় যেন না হয়।
- যে রং সমাজে অচল তা দিয়ে যেন বোরকা না বানানো হয়।
- লাল টুকটুকে বা হলুদ অথবা খুব আকর্ষনীয় রংয়ের না হয়।
- বোরকার কাটিং যেন এমন টাইট না হয় যা দিয়ে শরীরের অবস্থা বুঝা যায়।
- বোরকা এমন পাতলা বা মোলায়েম কাপড়ের না হয় যা দিয়ে শরীর দেখা বা বুঝা যায়।
- বোরকা যেন এমন কারুকার্য খচিত না হয় যে, তা দেখার জন্য সবাই তাকিয়ে থাকে।
- সমাজে প্রচলিত ও স্বাভাবিক বোরকা ব্যবহার করা ভাল।
- মেয়েদের জন্য সকল প্রকার রং অনুমোদিত। তারপরও রুচি সম্মত রং ব্যবহার করা উচিত।
- এমন বোরকা পড়া উচিত নয় যার রং রোদে জ্বলে বিশ্রি আকার ধারণ করেছে।
- ছিড়া তালিযুক্ত অপরিস্কার বোরকা ব্যবহার করা উচিত নয়।
- বাজারে বোরকা দিয়ে যদি আপনার উদ্দেশ্য পূর্ণ না হয় তাহলে অর্ডার দিয়ে শরিয়ত সম্মত বোরকা তৈরী করে নিবেন।
- বোরকার এ্যামবোডারী করা, সুন্দর করা দোষনীয় নয়। তবে তা শালীনতা পূর্ণ হতে হবে। যদি পথের লোকেরা আপনার বোরকা বারবার দেখে তাহলে তো সঠিক উদ্দেশ্য সফল হলো না। এ বিষয়গুলো খিয়াল রেখে বোরকা পড়তে হবে।

www.waytojannah.com

ওরনা

কুরআন পাকে বলা হয়েছে

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

তারা যেন তাদের ওরনা দিয়ে বুক ঢেকে রাখে। (সূরা নূর-৩১)

খিমার অর্থ মাথা ঢাকার কাপড় বা ওরনা। যা দিয়ে মাথা গলা ও বুক ঢেকে রাখা যায়। জাহেলিয়াতের যুগে মেয়েরা মাথার উপর চাদর দিয়ে পিছনে খোপা বেধে রাখতো আর সামনে শুধু কামিস থাকতো ও তার বোতাম খোলা রাখতো। গলা ও বুকের উপর অংশ দেখা যেত। পিছনে চুলের দু' তিনটি বেনী করে ঝুলে রাখতো। (ইবনে কাসির)

এ আয়াত নাজিলের পর মুসলমান মহিলাদের মধ্যে ওরনা চালু হয়। শুধু সাপের মত গলায় বা বুকের উপর পেচিয়ে রাখা এর উদ্দেশ্য নয়। বরং এর উদ্দেশ্য ছিল মাথা, গলা, বুক ও কোমর ভালভাবে ঢেকে রাখা।

আয়েশা (রা.) বলেন, এ আয়াত যখন নাজিল হয়, লোকেরা রাসুল (সা.) এর মুখে শুনে ঘরে ফিরে গিয়ে মা বোন স্ত্রী কন্যার নিকট বলে। এমন কি আনসার ঘরের এমন কোন মহিলা ছিলনা যারা এ আয়াত শুনে বসেছিল। বরং সবায় দাড়িয়ে যায় ও নিজের গায়ের চাদর, কোমরে পেচানো কাপড় খুলে ওরনা বানিয়ে নেয় এবং সমস্ত শরীরে জড়িয়ে রাখে। তারপর পরের দিন ফজরের নামাযে যত মহিলা এসেছিল সবাই ওরনা জড়িয়ে এসেছিল।

আয়েশা (রা.) আরো বলেন, মেয়েরা পাতলা কাপড় বাদ দিয়ে মোটা কাপড়ের ওরনা তৈরী করে নিয়ে ছিল। (ইবনে কাসির, তাফহীম)

আয়েশা (রা.) আরো বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, বয়স্ক মহিলারা ওরনা ছাড়া নামায আদায় করলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। (আবু দাউদ)

হাদীস থেকে আরো জানা যায় রাসুল (সা.) এর সময়ে মেয়েরা ওরনা হিসাবে বড় আকারের মোটা কাপড় ব্যবহার করতেন।

আনাস ইবনে মালিক (রা.) তার মায়ের একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন, উম্মে সুলাইম (রা.) (রাসুলের (সা.) সাথে সাক্ষাত করার লক্ষে) দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। তখন তার ওরনা মাটিতে গড়াচ্ছিল। তিনি টানতে টানতে যেয়ে রাসুল (সা.) এর সাথে সাক্ষাত করেন। (মুসলিম)

www.waytojannah.com

আনাস (রা.) বলেন, মা যখন আমাকে নিয়ে রাসুলের (সা.) সাথে সাক্ষাত করতে যেতেন তখন তার ওরনার অর্ধেক আমাকে লুঙ্গি হিসাবে পড়াতেন আর বাঁকী অংশ চাদর হিসাবে গায়ে জড়িয়ে দিতেন। (মুসলিম)
উম্মে সালামা (রা.) (রাসুলের স্ত্রী) বলেন, আমি ওরনা পরছিলাম এমন সময় রাসুল (সা.) আসলেন। তিনি বললেন, এক প্যাচ দাও দুই প্যাঁচ নয়। (এতে শরীরের বেশী অংশ ঢাকা উদ্দেশ্য)
এই বর্ণনাগুলি থেকে জানা যায়, সে সময়ে মহিলারা যে ওরনা ব্যবহার করতো তা ছিল বেশ মোটা ও প্রশস্ত কাপড়।
বর্তমানে যে ওরনা বাজারে পাওয়া যায় এবং মেয়েরা ব্যবহার করে তা খুবই পাতলা ফিনফিনে ও ছোট আকারের। যা দিয়ে মাথা ঢাকলে বুক বের হয় বুক ঢাকলে মাথা বের হয়। এ ধরনের ওরনা দিয়ে শরিয়তের হক আদায় হবে না।
হাদীসে বলা হয়েছে, আল কামার আম্মা বলেন, হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান (রা.) (আয়শা (রা.) এর ভাতিজী) আয়শা (রা.) এর ঘরে প্রবেশ করেন। তখন হাফসার মাথায় একটি পাতলা ওরনা ছিল যার ভিতর দিয়ে তার গলা দেখা যাচ্ছিল। আয়শা (রা.) ওরনাটি ছিড়ে ফেললেন এবং একটি মোটা কাপড়ের ওরনা তাকে পড়তে দিলেন। (মুয়াত্তা)
ইমাম আবু দাউদ বলেন, আয়শা (রা.) বলেছেন, তার বোন আসমা বিনতে আবুবকর (রা.) (রাসুলের শালী) রাসুলের ঘরে প্রবেশ করেন তখন তার গায়ে পাতলা কাপরের পোশাক ছিল। রাসুল (সা.) তার দিক থেকে মুখ ফিরে নিলেন এবং বললেন, হে আসমা কোন মেয়ে যখন বড় হয় তখন তার এই অঙ্গ ও অঙ্গ ছাড়া আর কিছুই দেখানো জায়েজ নেই। একথা বলে তিনি নিজের মুখমন্ডল ও হাতের কব্জির দিকে ইঙ্গিত করলেন। (আবু দাউদ)
প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মুজাহিদ বলেন, কোন মুসলমান মহিলা কোন অমুসলমান মহিলার সামনে নিজের মাথার ওড়না খুলে রাখবেনা বা সরাবে না। (বায়হাকী)
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুসলিম মহিলারা গলা, বুক, কান, কানের গহনা, গলার মালা ও দেহের যে সব অঙ্গ মাহরাম আত্মীয় (যাদের সাথে বিয়ে হারাম) ছাড়া কারো সামনে খোলা রাখা জায়েয নেই। তা কোন

www.waytojannah.com

মুসলিম মহিলা ইহুদী, খৃষ্টান ও অমুসলিম মহিলাদের সামনে খোলা রাখতে পারবে না। (ইবনে কাসির)
মায়মুন ইবনে মিহরান (রা.) বলেন, আমি উম্মে দারদার (রা.) নিকট গেলাম। দেখলাম তিনি একটি মোটা ওরনা মাথায় দিয়ে আছেন, যা তার ভুরু পর্যন্ত নেমে এসেছিল। (তাহযীবুল কালাম)

নিকাব

নিকাব হলো যে কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা হয়। রাসুলের (সা.) সময় মহিলারা নিকাব দিয়ে মুখ ঢাকতো। এছাড়া চাদর বা ওরনা দিয়ে তারা মুখ ঢেকে রাখতো।
সাবিত ইবনে কাইস (রা.) বলেন, উম্মে খাল্লাদ নামে এক মহিলা রাসুল (সা.) এর নিকট তার নিহত ছেলে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আসেন। তখন তার মুখ নিকাব দিয়ে ঢাকা ছিল। কিছু সাহাবী প্রশ্ন করেন, আপনার (নিহত) ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছেন অথচ আপনার মুখ ঢাকা দেখছি। (শোকে মাতম করার কথা) মহিলা বললেন, আমি ছেলে হারিয়েছি কিন্তু লজ্জা (হায়া) হারায়নি। তারপর রাসুল (সা.) বললেন, তোমার দু'ছেলে শহীদের মর্যাদা পাবে। মহিলা বললো, হে রাসুল (সা.) এর কারণ কি? তিনি বললেন, আহলে কিতাবগণ (ইহুদী খৃষ্টান) তোমার ছেলেকে হত্যা করেছে তাই। (আবু দাউদ)
কুরআন হাদীস থেকে জানা যায় যে, মেয়েরা প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যেতে চাইলে বোরকা অথবা ওরনা দিয়ে শরীর ঢেকে বের হবে। যেমন বলা হয়েছে-

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ- ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ- وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا الرَّحِيْمًا-

হে নবী তোমার স্ত্রী, কন্যা ও মুসলমান মহিলাদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর তাদের চাদর ঝুলিয়ে দেয়। (আহযাব-৫৯)
পথ চলার সুবিধার্থে চোখ খোলা রাখতে পারবে। প্রয়োজনে কাজ-কর্মে, উঠা-বসায় অনিচ্ছাকৃতভাবে শরীরের কোন জায়গা থেকে বুরকা বা ওরনা সরে গেলে অথবা ডাক্তার কে শরীরের কোন অংশ দেখাতে হলে সেটা ক্ষমার

www.waytojannah.com

যোগ্য। যেমন বলা হয়েছে-

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

তারা যেন নিজেদের সাজ সৌন্দর্য দেখিয়ে না বেড়ায়, তবে যা স্বাভাবিক ভাবে বের হয়ে পরে তার কথা ভিন্ন। (নুর -৩১)

এখানে একটি বিষয় নিয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে তাহলো মুখমন্ডল ও হাতের তালু ঢেকে রাখতে হবে কিনা?

যারা ঢেকে রাখার পক্ষে তারা হলেন, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল। তারা বলেন, ফিতনা থাক বা না থাক কোন অবস্থায় গায়ের মুহাররাম (বিবাহ যোগ্য) পুরুষের সামনে তা খোলা রাখা যাবে না।

ইমাম আযম আবু হানিফা ও হানাফী আলেমগন বলেন, মুখ ও হাত খোলা রাখা যাবে তবে শর্তহীন ভাবে নয়। অর্থাৎ ফিতনার আশংকা থাকলে তা খোলা রাখা যায়েজ হবেনা। যেহেতু বর্তমানে আশংকা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না তাই ফকীহগণ মুখমন্ডল ও হাত খোলা রাখতে অনুমতি দেননি।

হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী বলেছেন, একজন পুরুষ গায়রে মাহরাম (বিবাহ বৈধ) এমন মেয়ের মুখমন্ডল ও হাত দেখতে পারে। এছাড়া অন্য কিছু দেখা তাদের জন্য জায়েয নয়।

ইমাম আবুবকর জাসসাস বলেন, "গোপন সৌন্দর্য প্রদর্শন না করা" বলে তিনি বুঝিয়েছেন মুখমন্ডল ও হাত ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ।

হানাফী ফকীহ ইমাম কুদুরী বলেন, বেগানা মেয়ের মুখ ও হাত ছাড়া অন্য কিছু দেখা জায়েয নেই। মনে অবৈধ কামনা থাকলে মুখ মন্ডলের দিকেও তাকানো যাবে না।

আল্লামা কাসানী বলেন, মেয়েদের মুখমন্ডল ও হাত ছাড়া অন্য কিছু তোমরা দেখবে না।

নিকাব সম্পর্কে দু'টি মতের পক্ষে শরিয়াতের দলিল ও মহিলা সাহাবীদের পর্দার আমল থেকে বুঝা যায় মুখ মন্ডল ও হাত ঢেকে রাখাই উত্তম ও সঠিক। (মাআরিফুল কুরআন)

ওরনার ক্ষেত্রে লক্ষনীয়

- ওরনা পরিধান করা ইসলামের আদব।
- ওরনা বড় আকারের হবে।

www.waytojannah.com

- ওরনা ফিনফিনে পাতলা হওয়া উচিত নয়।
- ওরনা দিয়ে যেন মুখ, বুক ও মাথা ঢাকা যায়।
- ওরনা বিবর্ণ ও ছেড়া না হয়।
- ওরনার কারুকার্য মার্জিত হওয়া উচিত।
- ওরনার রং বেশী উজ্জল ও দর্শনীয় হওয়া উচিত নয়।
- বাজারে প্রচলিত ছোট ও খাট ওরনা ব্যবহার করা ঠিক নয়।
- যে ওরনা দিয়ে ঢাকার আসল উদ্দেশ্য সফল হবে না তা ব্যবহার না করাই উচিত।
- ওরনা দিয়ে মাথা, বুক, গলা ঢেকে থাকবে। শুধু গলায় পেচে থাকার জন্য নয়।
- বাজার থেকে ওরনা কিনতে হলে যে ওরনা বড় এবং শালীনতা পূর্ণ তা দিয়ে যদি ঢাকার হক আদায় হয় তাহলে কিনতে পারেন নচেৎ অর্ডার দিয়ে তৈরী করে নিবেন।

সাজসজ্জা

কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে

হে নবী, মুমীন স্ত্রীলোকদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাচিয়ে রাখে	وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাজত করে ও নিজেদের সাজ-সজ্জা না দেখায়,	وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ
কেবল সেইসব জিনিস ছাড়া যা আপনা হতে বের হয়ে পড়ে। এবং নিজের বুকের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখেন।	اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ،
আর নিজেদের সাজসজ্জা প্রকাশ করবে না কিন্তু কেবল ঐ লোকদের সামনে- তাদের স্বামী, পিতা[১], স্বামীদের পিতা[২], নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র[৩], নিজেদের ভাই[৪],	وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ

www.waytojannah.com

نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ،

ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র[৫], নিজেদের মেলামেশার স্ত্রীলোক[৬], নিজেদের দাস-দাসী, সেইসব অধীনস্ত পুরুষ যাদের অন্য কোন রকম গরয নাই[৭], আর সেসব বালক[৮] যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদী সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয়নি,

وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ،

তারা নিজেদের পা যমীনের উপর মেরে চলাফিরা করবে না। এইভাবে যে, নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রাখছে লোকেরা তা জানতে পারে।

وَ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

হে মুমীন লোকেরা, তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা নূর-৩১)

---

১. পিতা বলতে দাদা, দাদার পিতা, নানা, নানার পিতা বোঝায়।
২. একজন মহিলা তার নিজের দাদা, নানা ও স্বামীর দাদা, নানার সামনে আসতে পারবে যেমন নিজের পিতা ও শ্বশুরের সামনে আসতে পারে।
৩. স্বামীর ছেলে বলতে স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলে মেয়ে বুঝাবে। ছেলে বলতে নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, নাতি, নাতির ছেলে, নিজের মেয়ের ছেলে, তার ছেলে এর মধ্যে শামিল।
৪. ভাই বলতে নিজের ভাই, সৎ ভাই, দুই ভাই, মায়ের অন্য স্বামীর সন্তান শামিল।
৫. ভাই-বোনের ছেলে বলতে সব রকমের ভাই বোনের ছেলে মেয়ে শামিল। অর্থাৎ সৎ, দুধ সম্পর্কীয়, মায়ের অন্য স্বামীর ঔরষজাত সকল ভাই বোনের সন্তান শামিল।
৬. ঘনিষ্ঠ চেনাজানা মহিলা যাদের সম্পর্কে ভালভাবে জানা আছে, যাদের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, যারা হিতাকাংখী, সৎ চরিত্রবান তাদের কথা বলা হয়েছে। চরিত্রহীন, ভবঘুরে, অপরিচিত, ভিন্ন ধর্মের মহিলাদের সামনে সাজসজ্জা প্রকাশ করা যাবে না।
৭. অধিনস্থ পুরুষ এমন পুরুষকে বুঝানো হয়েছে যাঁরা নির্বোধ মেয়েদের প্রতি আগ্রহ ও কামভাব নেই। তাদের রূপগুণের প্রতি আশোক নেই অন্যের কাছে বলে বেড়াবে না। এবং অধিনস্থ হওয়ার কারণে এ সন্দেহ পোষণ করা যায় না যে তারা এই ঘরের মহিলাদের সাথে কোন অপবিত্র কাজ করার সাহস পেতে পারে।
৮. অবোধ বালক যারা এখন ও সাবালক হয়নি। মেয়েদের ব্যাপারে তাদের কোন আকর্ষন নেই। মেয়েদের গোপন বিষয়ে কিছুই জানেনা এমন বালকের কথা বলা হয়েছে।

www.waytojannah.com

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

তাদের সাজসজ্জা (জিনাত) যেন দেখিয়ে না বেড়ায়, এটুকু ছাড়া যা আপনা আপনিই বের হয়ে যাবে। (নুর-৩১)

وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى-

জাহিলিয়াতের যুগে তোমরা যে ধরনের সাজসজ্জা (তাবাররুজ) করে বেড়াতে এখন তা কর না। (আহযাব-৩৩)

زِيْنَـةٌ (জিনাত) শব্দের অর্থ সাজ সজ্জা। এর আরেকটি অর্থ প্রসাধন করা। অর্থাৎ চোখ ঝলসানো পোষাক পড়া, গহনা পড়া ও হাত, পা, মুখ ইত্যাদিতে প্রসাধনী মাখা। (যাকে Make Up বলে)

জিনাত সম্পর্কে আল্লামা আলুসী বলেন, সেইসব অলঙ্কার ও প্রসাধনী সামগ্রী যা দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়।

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী তাফসীরে আয়াতুল আহকামে লিখেছেন, সেই সব পোশাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও প্রসাধনী সামগ্রী যা দিয়ে মেয়েরা নিজেকে সাজিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে জীনাত শব্দের অর্থ এরূপই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, জিনাত (সৌন্দর্য) দুই প্রকার।

(১) সৃষ্টিগত (২) কৃত্রিম

- সৃষ্টিগত জিনাত হলো সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ) যা সৃষ্টি করেছেন যেমন মুখ মন্ডলের সৌন্দর্য।
- কৃত্রিম জিনাত হলো সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহর) সৃষ্টির উপর আরো সুন্দর করে তোলার জন্য ব্যবহার করা যেমন- গহনা, পোশাক, সুরমা, প্রসাধনী, মেহেদী ইত্যাদি । তিনি আরো লিখেছেন, বাইরের সৌন্দর্য ও ভিতরের সৌন্দর্য হিসাবে জিনাত দুই রকম।
- বাইরের সৌন্দর্য যা স্বভাবত বের হয়ে পড়ে তা দেখা সকলের জন্য জায়েয।
- ভিতরের সৌন্দর্য যা গায়ের মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে হারাম) ছাড়া অন্যের দেখা জায়েয নেই। (কুরতুবী)

www.waytojannah.com

- যে সাজসজ্জার (জিনাত) পিছনে মনের মধ্যে কোন কামনা বাসনা নেই তা দোষনীয় নয়। আর যার মধ্যে সামান্য মাত্র খারাপ বাসনা আছে তা জাহেলিয়াতের সাজ সজ্জা এবং ইসলামী শরিয়াতে নিষিদ্ধ। তবে কোন অবস্থায় সাজসজ্জা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করা যাবে না।

তাবাররুজ

তাবাররুজ অর্থ গোপন জিনিস প্রকাশ করা। অর্থাৎ যে জিনিস গোপন করা জরুরী তা গোপন না করে প্রকাশ করাকে তাবাররুজ বলে।

পরে মেয়েদের লজ্জা শরম ত্যাগ করে বেঢং হয়ে বের হওয়া ও সৌন্দর্য দেখিয়ে বেড়ানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআনে সুরা নূরের ৬০ নং আয়াতে ও সুরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে "তাবাররুজ" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

সুরা আহযাবে বলা হয়েছে, জাহেলিয়াতের যুগের মত তোমরা তাবাররুজ (সাজসজ্জা করে ঢং দেখানো) করনা। অর্থাৎ চলাফেরার সময় বেপর্দা, বেপরোয়া হয়ে ঘুরা ফেরা করনা। দেহ সজ্জা করে বেড়াইও না। এটা সম্পূর্ণ হারাম, নাজায়েয ও কবীরা গুনাহ।

সুরা নূরে বলা হয়েছে-

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِىْ لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ- وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ-

অধিক বয়সী মেয়েরা যাদের বিয়ের আশা নেই, তারা যদি নিজেদের সৌন্দর্য দেখানোর উদ্দেশ্য ছাড়া (গায়ের) অতিরিক্ত কাপড় খুলে থাকে তাতে দোষের কিছু নেই। তবে এ কাজ না করাই ভাল। (আয়াত-১০)

এ আয়াতের মর্মেও বুঝায় বেগানা পুরুষের সম্মুখে মেয়েদের সৌন্দর্য দেখানো কোন অবস্থায় জায়েয নয়। এমনকি বয়সী মেয়েদের জন্যও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এ কাজ করা শরিয়ত অনুমতি দেয়নি। বরং বলা হয়েছে, লোক দেখানোর উদ্দেশ্য ছাড়া কিছুটা অনুমতি দেয়া হয়েছে তার পরও বলা হয়েছে এমনটি না করাই উত্তম।

www.waytojannah.com

সোনার গহনা পরা

• আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবীর (সা.) কাছে নাজ্জাসী বাদশাহ কিছু সোনার গহনা হাদিয়া স্বরূপ পাঠান। তার মধ্যে সোনার একটি আংটি ছিল যার উপর হাবশার পাথর বসানো ছিল। তিনি বলেন, তখন রাসুল (সা.) এটি একটি কাঠ দিয়ে অথবা আঙ্গুল দিয়ে ধরেন। তারপর উমামা বিনতে আবুল আস (জয়নাবের মেয়ে অর্থাৎ রাসুলের (সা.) নাতনী) কে ডেকে দিয়ে দেন এবং বলেন, প্রিয় নাতনী তুমি এটা পরবে। (আবু দাউদ)

• আবু সুফিয়ান (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) চিতা বাঘের চামড়ার উপর বসতে এবং সোনার গহনা পড়তে নিষেধ করেছেন (পুরুষের জন্য)। তবে অল্প পরিমাণ (সোনা মেয়েরা ব্যবহার করতে পারে) কিন্তু গর্ব ও লোক দেখানোর জন্য হলে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। (আবু দাউদ)

• আবু মুসা আশআরী (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, রেশম ও সোনার ব্যবহার আমার উম্মতের মেয়েদের জন্য হালাল ও পুরুষের জন্য হারাম করেছেন। (তিরমিজী, নাসাঈ)

• আমর ইবনে দীনারের বরাত দিয়ে ইমাম আবু হানিফা বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রা.) তার বোনদের (ভাইয়ের মেয়েদের) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তার মেয়েদের সোনার গহনা পরিয়েছেন। (মুয়াত্তা)

উমর (রা.) আবু মুসা আশআয়ী কে (রা.) লিখেছিলেন তুমি যে এলাকার গভর্নর সে এলাকার মেয়েদের গহনার যাকাত দেয়ার নির্দেশ দাও। (তাফহীম)

• আয়েশা (রা.) বলেন, যাকাত দেয়া হলে সে গহনা পড়াতে কোন দোষ নেই। (বায়হাকী)

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় মেয়েদের সোনার গহনা ও রেশমী কাপড় পরা জায়েয আছে। তবে এগুলি দ্বারা পর পুরুষকে আকৃষ্ট করা বা পুরুষের মাঝে যৌন সুরসুরি জাগিয়ে তোলা হলে ইসলাম তা হারাম করেছে।

www.waytojannah.com

রূপার গহনা পরা

হুজায়ফা (রা.) এর বোন হতে বর্ণিত, একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে মহিলাগণ, তোমাদের জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমরা রূপা দিয়ে গহনা তৈরী করবে! (জেনে রেখ) তোমাদের মধ্যে যে মহিলা অহঙ্কার বশত: লোক দেখানোর জন্য সোনার গহনা পরবে। কিয়ামতের দিন তাকে ঐ গহনা দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে। (আবু দাউদ)

সোনার গহনা বিষয়ে নানা মত আছে। কিন্তু রূপার গহনা পরার ব্যাপারে কোন রকম দ্বিমত নেই। সবাই তা ব্যবহার করা জায়েয হওয়ার বিষয়ে একমত। এমনকি রাসুল (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আমরা সোনার গহনা পরবোনা তো কি পরবো? উত্তরে তিনি বলেন, কেন রূপার গহনার উপর সোনার কস (হল) করে নিবে। (ফিকহুস যাকাত)

রূপার আংটি

আনাস (রা.) বলেন, নবী (সা.) এর আংটি রূপার তৈরী ছিল। আর তাতে লাল রঙের আবিসিনিয়ার মূল্যবান পাথর বসানো ছিল। (মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজী)

অন্য একটি হাদীসে আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আংগি রূপার তৈরী ছিল, আর তাতে পাথর ও ছিল রূপার (বুখারী, তিরমিজী, নাসাঈ) এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় পুরুষের জন্য রূপার আংটী পরা জায়েয। এমনকি তাতে পাথর বসানো হলেও জায়েয।

মেহেদী লাগানো

আয়েশা (রা.) বলেন, এক মহিলা নবী (সা.) এর দিকে পর্দার আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, তার হাতে ছিল লেখা কিছু জিনিস। নবী (সা.) নিজের হাত গুটিয়ে নিলেন এবং বললেন, আমি বুঝতে পারছিনা যে এটা কোন পুরুষের হাত না মহিলার হাত। সে বললো এটা একটি মহিলার হাত। রাসুল (সা.) বললেন, তুমি যদি মহিলা হতে তাহলে তোমার নখগুলো অবশ্যই মেহেদী দিয়ে সুন্দর করে নিতে। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

ইমাম আহমদ (র.) কারিম ইবনে হুম্মাদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আয়েশা (রা.) কে বললেন, মেহেদী সম্পর্কে আপনার মত কি? আয়েশা (রা.)

www.waytojannah.com

বললেন, আমার প্রিয়তম (রাসুল সা.) মেহেদীর রং খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু এর গন্ধ পছন্দ করতেন না। দুই মাসিকের মধ্যে কিংবা মাসিকের আগে তোমাদের জন্য মেহেদী দেয়া নিষেধ নয়।
এ হাদীস থেকে বুঝা যায় মেয়েরা তাদের সৌন্দর্য চর্চার জন্য মেহেদী ব্যবহার করতে পারবে। স্বামীর মনতুষ্টীর জন্য এমনটি করাই উত্তম। মেহেদী, হাতে, পায়ে, মুখে, মাথার চুলে ব্যবহার করতে পারে এ ব্যাপারে কোন বিধি নিষেধ নেই।

পায়ে নুপূর পড়া

আলী ইবনে সাহ ইবনে যুবাইর (রা.) বলেন, একদিন তার একটি মুক্ত দাসী তার এক শিশু মেয়েকে কোলে নিয়ে উমর (রা.) এর নিকট যায়। তখন শিশুর দু'পায়ে নূপুর পরা ছিল। উমর (রা.) তা দেখে কেটে ফেলেন এবং বলেন, আমি রাসুল (সা.) কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক ঘন্টার সাথে শয়তান থাকে। (আবু দাউদ)
আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমার কাছে এমন একটি মেয়ে আসে যার পায়ে নূপূর ছিল এবং শব্দ হচ্ছিল। তখন আয়েশা (রা.) বলেন, এর পায়ের নূপুর না কেটে আমার কাছে আসবেনা। তিনি আরো বলেন, আমি রাসুল (সা.) কে বলতে শুনেছি যে ঘরে ঘন্টা বাজে সেখানে (রহমতের) ফেরেস্তা ঢুকে না। (আবু দাউদ)
পায়ে পরার গহনা হলো মল, তোড়া, খাউরা, ঘুগরা, নুপূর ও ঝুমুর ইত্যাদি। এ জাতীয় গহনা পায়ের একদম নিচে গোড়ালির সাথে থাকে। আর এ গহনাগুলো লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বের করে রাখা হারাম। পায়ে এ জাতীয় গহনা পরলে ঢেকে রাখতে হবে। কোন অবস্থায় প্রদর্শনী করা যাবে না। এ ব্যাপারে মেয়েদের পড়নের কাপড়ের ঝুল পায়ের গোড়ালীর নিচে ঝুলিয়ে দিতে বলা হয়েছে। (আবু দাউদ)

পর চুলা ব্যবহার করা

আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, যে মেয়ে পরচুলা বানায় এবং পরচুলা ব্যবহার করে, উলকী আঁকে এবং উলকী আঁকায়, ভুরু তুলে নিজেকে সুন্দর করার ইচ্ছায়

www.waytojannah.com

আল্লাহর সৃষ্টি আকৃতিতে পরিবর্তন করে, রাসুল (সা.) তাকে অভিশাপ করেছেন। (তিরমীজি)

ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন যে, মেয়েরা কৃত্রিম চুল বানায় এবং কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে উলকি আঁকে ও উলকী আঁকায় তাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন। (তিরমিজী)

সুরমা ব্যবহার করা

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, তোমরা ইসমিদ সুরমা ব্যবহার কর। এটা চোখের জ্যোতি বাড়ায় এবং চোখের পাতার লোক গজায়। ইবনে আব্বাস (রা.) আরও বলেন, নবী (সা.) এর একটি সুরমাদানী ছিল। প্রতি দিন রাতে তা থেকে ডান চোখে তিনবার এবং বাম চোখে তিনবার সুরমা লাগাতেন। (তিরমিজী)

ক্রীম, পাউডার ও সুগন্ধি (প্রসাধনী) ব্যবহার

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, পুরুষের প্রসাধনী হবে রংহীন সুগন্ধ যুক্ত। আর মেয়েদের প্রসাধনী হবে সুগন্ধহীন রং যুক্ত। (আবু দাউদ)

অপর একটি হাদীসে ইমরান ইবনে ফুযাইল (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, পুরুষের উত্তম প্রসাধনী হলো গন্ধ আছে রং নেই। আর নারীর উত্তম প্রসাধনী হলো রং আছে গন্ধ নেই। (তিরমিজী)

মুসা বিন ইয়াসীর (রা.) বলেন, তীব্র সুগন্ধী মেখে এক মহিলা আবু হুরায়রা (রা.) এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। আবু হুরায়রা (রা.) তাকে বললেন, কোথায় যাচ্ছো? সে বললো, মসজিদে। আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, তুমি সুগন্ধি ব্যবহার করেছ? সে বললো, হ্যা। আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, বাড়ি গিয়ে গোসল করে এসো। কেননা, রাসুল (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে মহিলা তীব্র সুগন্ধি ব্যবহার করে আল্লাহ তার নামাজ কবুল করেন না। যতক্ষন সে বাড়ীতে ফিরে গোসল না করে।

আবু মুসা আশয়ারী (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি কোন মহিলা সুগন্ধি মেখে মানুষের মাঝে ঢোকে আর মানুষেরা তার সুগন্ধি অনুভব করে তবে সেই মহিলা ভ্রষ্টা। (তিরমিজী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

www.waytojannah.com

খোপা বাঁধা

মাথার চুল পরিপাটী করে সাজিয়ে রাখা বা বেনী করা ইসলামে নিষেধ নেই। অথবা মাথার পিছনে খোপা বাঁধাও নিষেধ নেই। তবে যে খোপা মাথার উপর বাঁধে যা দেখতে বেশ উচু উটের পিঠের মত মনে হয় তা নাজায়েয। হাদীসে বলা হয়েছে রাসুল (সা.) বলেন, দুই শ্রেনীর জাহান্নামী কে আমি দেখিনি (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে) (১) ঐ সকল পুরুষ যারা সমাজে দাপট দিয়ে চলে, তাদের হাতে থাকবে বাঁকা লাঠি, তার আঘাতে মানুষদের মারধর করবে ও কষ্ট দেবে (২) ঐ শ্রেণীর নারী যারা কাপড় পড়েও উলঙ্গ। এরা নিজেরা পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও পথ ভ্রষ্ট করবে। এদের মাথা (খোপা) হবে উটের পিঠের মত ঢঙ (টিবি) করে বাধা। এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। (মুসলিম)

ভুরু সরু করন

রূপ সৌন্দর্য চর্চা করতে গিয়ে মেয়েরা কপালের ভুরু তুলে সরু করে থাকে। এ জাতীয় কাজ যারা করে রাসুল (সা.) তাদের উপর অভিশাপ করেছেন। হাদীসে বলা হয়েছে যে মহিলা চুল বা পশম উপড়ায় এবং যার দ্বারা একাজ করায় রাসুল (সা.) উভয়ের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ)

হানাফী মাযহাবের কিছু কিছু আলেম বলেছেন মেয়েদের মুখমন্ডলের চুল উপড়িয়ে পরিস্কার করা, লাল রং লাগান, নকশা করা ও নখে পালিশ লাগানো জায়েয। নখে পলিশের কারণে অজু গোসলের (ফরজ) অসুবিধা যেন না হয়। নাপাকীর গোসল ও অজুর সময় তা উঠিয়ে ফেলতে হবে। যদি এ ব্যাপারে স্বামীর অনুমতি থাকে। কেননা এসব কাজ সৌন্দর্যেরই অংশ। ইমাম নববী মুখমন্ডলের চুল উপড়ানোকে হারাম বলেছেন। আবু দাউদের এক বর্ণনায় জানা যায় মুখমন্ডলের চুল উপড়ানো অভিশপ্ত কাজের মধ্যে গন্য নয়। তাবারানী বর্ণনায় আবু ইসহাকের স্ত্রী যুবতী ও সৌন্দর্য পিপাসু ছিলেন। তবে যদি কোন মহিলার দাড়ী অথবা গোঁফ উঠে তাহলে সেটা পরিস্কার করা বৈধ ও মুস্তাহাব।

www.waytojannah.com

নাক কান ফোঁড়ানো

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও অন্যান্য অনেক ফিকাহবীদ মেয়েদের কান ফোঁড়ানোকে জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জামানায় মেয়েরা কানে দুল পরতেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এক ঈদে রাসুল (সা.) মহিলাদের লক্ষ্য করে দান-খয়রাতের ওয়াজ করলেন। তখন তরার হাতের চুরি ও কানের দুল খুলে দিতে লাগলো। (বুখারী)

এতে বুঝা যায় তারা কান ফুঁড়ে তাতে দুল পরেছেন। এ ব্যাপারে রাসুলের (সা.) পক্ষ থেকে কোন প্রকার আপত্তি বা নিষেধ করা হয়নি। নাক ফোঁড়ানো এবং নাকে ফুল দেয়া বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। প্রাচীন আলেমগণ তেমন কিছু বলেননি। আরব ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে নাক ফোঁড়ানোর প্রচলন ছিল না এবং বর্তমানেও নেই। বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইবনে আবেদীন "হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার" গ্রন্থে লিখেছেন, মহিলাদের কান ফোঁড়ানোর মত নাক ফোঁড়ানোও জায়েয হওয়া উচিত।

মেয়েদের মাথার চুল কাটা

মাথায় চুল রাখা, তেল দেয়া, যত্ন করা ও আচড়ানো শরিয়ত সম্মত কাজ। এ বিষয়ে রাসুল (সা.) কে আবু কাতাদা আনছারী (রা.) জিজ্ঞেস করেছিলেন, যে আমার মাথার লম্বা চুল আছে আমি কি তা আচড়াবো? তিনি বললেন হ্যাঁ! তুমি তাকে মর্যাদা দিবে। তাই আবু কাতাদা অনেক সময় দিনে দুই বার চুলে তেল দিয়ে চিরুনী করতেন। (মুয়াত্তা)

রাসুল (সা.) নিয়মিত চুলে তেল দিতেন, সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং চুল আচড়াতেন। অনেক সময় তাঁর স্ত্রীগণ চুল আচড়ে দিতেন এবং মাথায় সিঁথি কাটতেন।

মেয়েদের ব্যাপারে চুলের যত্ন নেয়ার একই নির্দেশ। তবে মেয়েরা নেড়ে হতে পারবে না এ বিষয়ে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

আলী (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) নিষেধ করেছেন, মেয়েরা যেন নেড়ে না হয়। (তিরমিজি, নাসাঈ, দারে কুতনী)

www.waytojannah.com

অন্য এক হাদীসে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মেয়েদের নেড়ে করার দায়িত্ব নেই তবে চুল কিছুটা ছোট করার দায়িত্ব রয়েছে। (আবু দাউদ) হাদীস গুলো হজ্জ ও ওমরা সংক্রান্ত বিষয়ে। যেহেতু হজ্জে তাদের মাথা নেড়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি তাই অন্য সময়ে একাজ করাকে মাকরূহ বলা হয়েছে। (শাওকানী)

তবে মেয়েরা মাথার চুল কিছুটা ছোট করে রাখতে পারবে। এ বিষয়ে হাদীস থেকে জানা যায়।

আবু সালাম ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, রাসুর (সা.) এর স্ত্রীগণ মাথার চুল এমন ভাবে ছোট করতেন যে, তা কানের লতি পর্যন্ত ঝুলে থাকতো। (মুসলিম)

প্রশিদ্ধ মুহাদ্দিস কাযী ইয়ায বলেছেন, আরবের মেয়েরা চুল বড় রাখতেন। রাসুলের ইন্তেকালের পর উম্মুল মুমিনীনগন (রাসুলের স্ত্রী) কিছুটা চুল ছোট করে রাখতেন। ইমাম নববী কাযী ইয়াযের এ মত কে সমর্থন করেছেন। এ হাদীস থেকে জানা যায় মেয়েদের চুল ছোট করা যায়েজ।

তবে মুসলিম মেয়েদের পুরুষালী কায়দায় অথবা অমুসলিম মেয়েদের অনুকরনে চুল কেটে ভিন্ন স্টাইলে চলাফেরা করা কোন অবস্থায় জায়েয হবে না।

স্বামীর মন সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীর সাজসজ্জা

স্বামীন মন খুশীর জন্য স্ত্রীর সাজ সজ্জা করা শুধু জায়েযই নয় উত্তমও বটে। দেহ সজ্জার জন্য রকমারী রং ব্যবহার সুগন্ধী, প্রসাধনী, সুরমা, মেহেদী, মালা সহ সকল প্রকার সাজসজ্জা ও রূপ চর্চা করা জায়েয।

মনে রাখতে হবে স্বামী যে ধরনের পরিচ্ছদ, রূপচর্চা, আচার ব্যবহার, সাজ সজ্জা ও চাল চলন পছন্দ করে নিজেকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। স্বামী বিরক্ত ও অপছন্দ করে এমন আচরণ ও কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসুল (সা.) বলেন, আমি যদি কাউকে কারো জন্য সিজদা করার আদেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য সিজদা করার আদেশ দিতাম। স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার এতই অগ্রগন্য। (আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজা)

www.waytojannah.com

স্ত্রীর মন খুশীর জন্য স্বামীর সাজসজ্জা

স্ত্রী যেমন স্বামীর মনতুষ্টির জন্য সাজসজ্জা করে, তেমনি স্বামী তার স্ত্রীর মন খুশীর জন্য সাজসজ্জা করা মুস্তাহাব। ইবনে আব্বাস বলেন, আমার স্ত্রী আমার জন্য সাজগোজ করে আমিও তার জন্য সাজগোজ করি। ইমাম কুরতুবী বলেন, আলেমগণ বলেছেন, পুরুষদের সাজ সজ্জার কোন ধরা বাধা নিয়ম নেই। এটা নির্ভর করবে পরিবেশ পরিস্থিতির উপর। কোন ধরনের সাজসজ্জা বর্তমানে চলে, কোনটা অচল, কোন পোষাক এখন চালু, কোনটা বয়স্কদের জন্য, কোনটা যুবকদের জন্য মানান সই এগুলো বিষয়ে স্ত্রীর অধিকারকে প্রাধান্য দিতে হবে। মুলকথা স্ত্রীর ভালো লাগা ও আনন্দ দেয়াকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যাতে সে অন্য পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়। তবে এ সাজগোজ শরিয়ত সমর্থিত হতে হবে।

এছাড়া সুগন্ধী ব্যবহার করা, সুরমা দেয়া, দাঁত পরিস্কার করা, শরীর পরিস্কার করা, অপ্রয়োজনীয় লোম পরিস্কার করা, চুলকাটা, দাড়ি-গোফ সাইজ করা, নখকাটা, বুড়োদের জন্য পাকা চুলে মেহেদী দেয়া, যুববৃদ্ধ সবার জন্য আংটী ব্যবহার করা পুরুষের জন্য উত্তম সাজসজ্জা। আংটী পুরুষের জন্য বৈধ অলংকার। রাসুল (সা.) রূপার আংটী পরতেন এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

সমাপ্ত

www.waytojannah.com

লেখক পরিচিতি

মাওলানা মোফাজ্জল হক ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলার নসরতপুরের ধনতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা কায়েব উদ্দীন ও মাতা শহীদা খাতুন। শিক্ষা জীবনে মাদ্রাসা বোর্ডের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি (কামিল হাদীস) লাভ করেন।

মাওলানা হক নসরতপুর ধনতলা সিনিয়র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও সুপারেন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। এছাড়া নসতরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আদর্শ কে.জি স্কুল, বিবি হাজেরা ইয়াতিম খানা, আদমদীঘি ইসলামী সমাজ কল্যান ট্রাষ্ট, বিনা মূল্যে চক্ষু শিবির, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। তিনি নসরতপুর ডিগ্রি কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য ও আদমদীঘি হাজী তাছের আহম্মদ মহিলা কলেজের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

১৯৮০ সালে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৮৭ সালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকার রাজপথে গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে দু'বার জাতীয় সংসদ সদস্য পদে নির্বাচন করেন। তিনি ১৯৮৪ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত আদমদীঘি উপজেলার আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৬ সালে জেলা সংগঠনে এসে তথ্য, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্ব পান। ২০০৮ সালে জেলার সহকারী সেক্রেটারী ও ২০১০ সালে কেন্দ্রীয় মজলিশে সুরার সদস্য নির্বাচিত হয়ে বর্তমান পর্যন্ত সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন।

তিনি ছাত্র জীবন থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতেন ও সংকলন সম্পাদনা করতেন। ইতোমধ্যে তাঁর বেশকিছু বই প্রকাশ পেয়েছে এবং আরও কিছু বই প্রকাশের পথে। বইগুলো দেশ-বিদেশে ব্যাপক সমাদৃত হচ্ছে।

তিনি বগুড়া দারুস সুফ্ফা ট্রাষ্টের নির্বাহী সদস্য, জামিল নগর ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এছাড়াও বর্তমানে তিনি ইসলামী জ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও বগুড়া জেলা তথ্য গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রকাশিত বই সমূহ

১। উশর একটি ফরজ ইবাদত
২। যাকাত আপনারও ফরজ হতে পারে
৩। প্রশ্নোত্তরে মহিলাদের নামাজ
৪। এক নজরে রাসুল (সা.) কে জানুন
৫। মহিলাদের একশত হাদিস
৬। রোযা ইতিকাফ ফিদিয়া ফিতরা
৭। নির্বাচিত আয়াত হাদীস ও ১৪ সূরার মর্মকথা
৮। ফিতরা আমরা কত দিব?
৯। ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় প্রাথমিক ধারণা।
১০। ভাল মানুষ গড়ার পরামর্শ
১১। একজন নির্বাচনী কর্মীর কাজ
১২। রাতের নামায
১৩। শহীদ আব্দুল মালেক
১৪। কুরআন চর্চা ও অধ্যায়নের সহজ পদ্ধতি
১৫। হে মানুষ আসুন আল্লাহর পথে
১৬। এক নজরে কুরআনকে জানুন
১৭। মাসায়েলে সিয়াম
১৮। আল্লাহর পথে ব্যয় ১০০ আয়াত ১০০ হাদীস
১৯। কুরআন পড়া সওয়াব, ভুল হলে গুনাহ মাফ
২০। ইসলামের আলোকে কৃষি কাজ ও ব্যবসা
২১। সফরে নামায
২২। ইসলামের আলোকে বোরকা, ওরনা, সাজসজ্জা
২৩। সুদ ঘুষ, মদ, জুয়া
২৪। লজ্জা শরমের কথা
২৫। যে যে যুদ্ধে রাসুল (সা.) সেনাপতি ছিলেন
২৬। মানুষের জিজ্ঞাসা আল্লাহর জবাব
২৭। কুরআনের ভাষায় আল্লাহর দেয়া ২টি ফতোয়া
২৮। ১৩টি গুণ অর্জন ১৩টি দোষ বর্জন
২৯। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সামাজিক কাজ
৩০। ইয়ানত নিসাব ইনফাক

Design : Rong 01911-078822, 01719-466021
www.waytojannah.com